কন্থোজম সুরঞ্জিত

সানন্দ সন্ধ্যায় আরতির ধ্বনি

এক.
যেন ঘুম এক অর্ধাহারি পাখি
স্বপ্ন ডানায় ওড়ে ক্লান্ত শরীর

বহুকাল আগে হারিয়ে ফেলা কিছু মৃত্যুদাগ
এই জলের গতরে
দাঁড়ের মত টেনে চলে গভীর

তবু উদোম গায়ে হেঁটে আসি

উঠোনের কোনায় উনুনে আগুন,
গাছের সহোদর
ঐখানে তপ্ত হয়ে উড়ে যাই মেঘ

পরম্পরা বাতাসের টান ও বিরহে
দিকে দিকে এমন আকাশের ভ্রূণ
ঘুমপাড়ানি গানে ছড়ানো ছিল।

দুই.
অনুমিত গম্ভীরার তালে গড়ে তোলা সৌধ।
নানা কোলাহলে,
কীর্তনে কীর্তনে আছড়ে পড়া জৌলুস
চোখে মুখে।

বাঁধাইয়ের আগে উড়ে যাওয়া বইয়ের পাতাগুলো
কুড়াতে গিয়ে ভেসে ওঠে অবিরাম-
রাশি রাশি মুক্ত ধ্বনিকণা- শ্রাবণের জল,
যৌথ যাপনে মগ্ন নারীর চোখে জমা ঘনমেঘ

তবু এতকাল গম্ভীরা নিনাদে শুধু
দেখেছি সিঁথির রেখা।

তিন.
প্রাচীর ডিঙিয়ে জড়ো হল কিছু জটাধারী মাছ
চৌকোনী সমুদ্রতীরে;
পরিমিত তাল ও দৈহিক কসরতে সুনিপুণ এরা।

প্রতি প্রান্তে ধূপগন্ধি জীবন্ত রেখা
হাতে হাতে ভিন্ন ধ্বনির হরফ
পরস্পর আলিঙ্গানে ঢেউ তোলা শরীর।

গড়াচ্ছে পাথর, সাগরও ছুঁড়ে জল

কালো মাছ কালো জটা মৃদঙ্গা একতারা
ডেকে বলে−
আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা।